তোমার পূজাটি মাগো পড়িল সাক্ষাতে।
দেখিলাম পূজার প্রণালী ভালমতে।।
তাহাতে ভেবেছি মাগো এসেছ এখানে।
না আসিলে গোবিন্দ-চৈতন্য পূজে কেনে।।
না দিলি মা দুধ খেতে না করিলি কোলে।
কি করিব যাই আমি ওড়াকান্দী চ'লে।।'
দেখিতে দেখিতে প্রতিমার চক্ষে জল।
ঝর ঝর ঝরেছে অটল যেন টল।।
হীরামন ব'লে মা'র দয়া উপজিল।'
অমনি যাইয়া মার স্তনে মুখ দিল।।
ঈষৎ চুম্বক মাত্র স্তনে মুখ দিয়া।
ওড়াকান্দী শ্রীধামেতে চলিল ধাইয়া।।
বাবা হরিচাঁদ বলি সাঁতারিল জলে।
আশ্চর্য্য গণিয়া সবে হরি হরি বলে।।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দিল।
দুর্গাপ্রীতে ভক্তগণে হরি হরি বল।।
হীরামন সুচরিত মহিমা অপার।
পয়ার প্রবন্ধে কহে রায় সরকার।।

(গোস্বামী হীরামনের কীর্ত্তিকথা)

সূর্য্যনারায়ণের সর্পদংশন ও বিষ শোধন

আর শুন স্বামী হীরামন গুণকথা।
লেখা আছে ডুমুরিয়া পূর্ব্বের বারতা।।
স্বামী হীরামন যবে ডুমুরিয়া গেল।
সূর্য্যনারায়ণ তামাক সাজিয়া দিল।।
কলিকা ঢালিয়া পড়ে মাটির উপরে।
হীরামন সে তামাক হাত পেতে ধরে।।
সূর্যনারায়ণে দিল সেই যে তামাক।
বলে "এই তামাক যতন করি রাখ।।"
তামাক যতন করি গৃহেতে রাখিস্।
সাপে কামড়া'লে খেলে সেরে যাবে বিষ।।
সেই যে তামাকটুকু যতন করিয়া।
ঝাঁপির ভিতর রাখে পুটুলি বাঁধিয়া।।
সাতা'শে তারিখ চৈত্রমাস বুধবার।
বেদগ্রাম যাইবেন গান গাহিবার।।
বাড়ী গিয়া বলে "মোরে শীঘ্র দেও খেতে।
গান গাহিবারে হবে বেদগ্রাম যেতে।।"
ইহা বলি ব্যস্ত হ'য়ে হইলে উতলা।
'জাগ্' দেওয়া তিল ছিল ভেঙ্গে দিল পালা।।
পালাভাঙ্গি উঠানেতে দিল ছড়াইয়া।
তারমধ্যে সর্প ছিল দংশিল আসিয়া।।
দেখিল গোক্ষুর সর্প গেল দৌড়াইয়ে।
বিষের জ্বালায় চক্ষু গেল লাল হ'য়ে।।
তাহার অগ্রজ ভ্রাতা সে উমাচরণ।
ব্যস্ত হ'য়ে বলে "ওঝা আন একজন।।
নোয়া ভাই তার যেবা রামচাঁদ ছিল।
ইতিপূর্ব্বে সর্পাঘাতে সেজন মরিল।।
ইনিও মরিল বুঝি সর্পের দংশনে।
শীঘ্র আন ওঝা নইলে বাঁচা নাহি প্রাণে।।
গোলোক আনিতে ওঝা ধাইয়া চলিল।
দেখে সূর্যনারায়ণ নিষেধ করিল।।
"যে তামাক দিয়াছিল পাগল গোঁসাই।
খাইলে সারিবে বিষ আন তাই খাই।।"
ঝাঁপি হ'তে তামাক বাহির করে দিল।
তামাক গালেতে দিয়া জল খাওয়া'ল।।
নেশা হয়ে সেই ভাবে দন্ডাচারি ছিল।
অমনি সাপের বিষ নির্বিষ হইল।।
স্নানকরি আহার করিল ততক্ষণ।
বেদগ্রামে কবিগানে করিল গমন।।
তামাকু দিলেন মুখে নির্ব্বিষ বলিয়ে।
গোক্ষুরের সব বিষ গেল নষ্ট হয়ে।।